দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 27 MAR 2009
পৃষ্ঠা ৩

মেধাবী শিক্ষার্থীদের আগ্রহ নেই কারিগরি শিক্ষায়

কর্মমুখী পরিকল্পনার অভাব ঃ বাজার চাহিদায় ডিপ্লোমাধারীদের সুযোগ কম

রিয়াজ চৌধুরী

কারিগরি শিক্ষায় সরকারের কর্মমুখী ও সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার অভাব রয়েছে। কারিগরি শিক্ষায় প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নে দূরদর্শিতার অভাব থাকা ছাড়াও কারিগরি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের উচ্চ শিক্ষাগ্রহণে বাস্তবভিত্তিক কোন সুযোগ নেই। সংশ্লিষ্ট বিভাগে কর্মসংস্থানের সুযোগ কম। এছাড়া কারিগরি শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। উন্নত বিশ্বে মধ্যম স্তরের কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর হার ৪০ থেকে ৬০ শতাংশ হলেও বাংলাদেশে এ হার ২ থেকে ৩ শতাংশ। তারপরও এ শিক্ষা এখনো অবহেলিত এবং উপেক্ষিতই রয়ে গেছে। ফলে কারিগরি শিক্ষায় মেধাবী শিক্ষার্থীদের আগ্রহ নেই বলে মনে করেন সংশ্লিষ্টরা।

সংশ্লিষ্ট বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা বলছেন, কারিগরি শিক্ষার প্রসার, প্রচার ও পাঠ্যক্রমে উন্নত বিশ্বের পাঠ্যক্রম অনুযায়ী ধারণা দেয়া নেই। রয়েছে মানসম্মত বইয়ের অভাব। কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বেশিরভাগই বেসরকারীভাবে পরিচালিত। সরকারী প্রতিষ্ঠান ছাড়া বেসরকারীভাবে পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চলছে ল্যাবরেটরি, শিক্ষক ও ক্যাম্পাস ছাড়াই। ফলে নির্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হওয়ার পর শিক্ষার্থীরা সার্টিফিকেট লাভ করে কিন্তু বাস্তবে ব্যবহারিক কিছু শিখতে পারে না। কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের নিয়ম না মেনে তারা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। কারিগরি শিক্ষাবোর্ডের কর্মকর্তারা স্বীকার করেছে, ব্যবহারিক ক্লাসের সুযোগের স্বল্পতা, শিক্ষক স্বল্পতা, শিক্ষক প্রশিক্ষণের অভাব, নিম্নমানে কারিগরি বই, জবাবদিহিতার অভাব রয়েছে। এছাড়া ঝরে পড়ার হার ৩০ শতাংশের বেশি। কারিগরি শিক্ষাবোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর নিতাই চন্দ্র সূত্রধর বলেন, কারিগরি শিক্ষায় মেধাবীরা কম আসছে। এ কারণে এ কারিগরিতে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ বাড়াতে নানা পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়েছে। তিনি বলেন, কোন শিক্ষার্থী ডিপ্লোমা প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া করলে সমাজ তাকে ভালভাবে গ্রহণ করে না। কারিগরি শিক্ষায় মেধাবীদের আগ্রহ সৃষ্টি করতে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন দরকার বলে তিনি মনে করেন। শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের সাথে কথা বলে জানা যায়, কারিগরি শিক্ষা গ্রহণের পর শিক্ষার্থীরা উচ্চতর ডিগ্রি লাভ করতে গিয়ে নানা সমস্যার সম্মুখীন হন। উচ্চ শিক্ষাগ্রহণের ক্ষেত্রে কারিগরি শিক্ষা উত্তীর্ণদের জন্য কোন আসন বরাদ্দ নেই। শিক্ষার্থীদের জন্য শুধু ঢাকা ইউনিভার্সিটি অব ইঞ্জিনিয়ারিং টেকনোলজিতে (ডুয়েট) সুযোগ রয়েছে। দেশের বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রতি বছর কয়েক হাজার কারিগরিতে বিএসসি ডিগ্রিধারীরা বের হচ্ছে। ফলে বাজার চাহিদায় ডিপ্লোমাধারীদের অগ্রাধিকার কমে যাচ্ছে। কারিগরি শিল্প-কারখানায় বিএসসি ডিগ্রিধারীদের অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে। ফলে বাধ্য হয়ে ডিপ্লোমাধারী শিক্ষার্থীদের বিএসসি ডিগ্রি অর্জন করতে হয়। ফলে ডিপ্লোমাধারী শিক্ষার্থীদের অতিরিক্ত চার-পাঁচ বছর সময় লাগছে। এর আগে ডিপ্লোমা ডিগ্রি অর্জনের জন্য তিন বছর সময় লাগত। কিন্তু শিক্ষার্থীরা ডিগ্রির সমমান পেতে চার বছরের ডিগ্রির দাবি জানায়। কিন্তু বর্তমানে তা ডিগ্রির সমমান না হওয়ায় সময় বাড়ানোর কারণে বিপাকে পড়েছে শিক্ষার্থীরা। খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে, মেধাবীরা এ শিক্ষায় আগ্রহী নয়। ভাল কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা লাভের সুযোগ না পেয়ে শিক্ষার্থীরা এক রকম বাধ্য হয়ে কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়। বিশেষ করে এসএসসি ভোকেশনাল শিক্ষা লাভের পর কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে আগ্রহী হয় না। ভোকেশনাল শিক্ষা লাভের পর অধিকাংশ শিক্ষার্থীরা পুনরায় সাধারণ শিক্ষায় ফিরে আসে। ঢাকা মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের তানিয়া জানান, কোথায় ভর্তির সুযোগ না পেয়ে অনেক শিক্ষার্থী এ ধরনের শিক্ষায় বাধ্য হয়ে ভর্তি হয়। কিন্তু ভর্তি হওয়ার পর কারিগরি শিক্ষার বর্তমান অবস্থা দেখে আরো হতাশ হতে হয়। বগুড়া পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থী খোশবু জান্নাত জানান, শিক্ষা বোর্ডের উদাসীনতার কারণে এ শিক্ষার প্রতি মেধাবীরা আগ্রহী হচ্ছে না। তিনি বলেন, যারা কারিগরিতে ভর্তি হয়েছে তারাও বোর্ডের নানা অনিয়ম এবং উদাসীনতার কারণে আশংকা প্রকাশ করেছে। জান্নাতের মতে, শিক্ষার মান উন্নয়নে কারিগরি শিক্ষাবোর্ড এবং কারিগরি শিক্ষা অধিদফতরের মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে কাজ করা উচিত। ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থী আরিফ রহমান জানায়, ডিপ্লোমা ডিগ্রির জন্য সময় চার বছর করার বাড়ানোর কারণে শিক্ষার্থীদের ক্ষতি হচ্ছে। সে আরো জানায়, বর্তমানে কারিগরি শিল্প-কারখানায় বিভিন্ন পদে কারিগরিতে বিএসসি রয়েছে এমন প্রার্থীদের চাকরির সুযোগ দিচ্ছে। ডিপ্লোমার কোন অবস্থান নেই। এসব কারণে এ শিক্ষায় মেধাবী শিক্ষার্থীরা আসতে চায় না বলে সে জানায়।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, দেশে মধ্যম স্তরের কারিগরি শিক্ষার মধ্যে রয়েছে ৮ ধরনের ডিপ্লোমা শিক্ষা। এর মধ্যে রয়েছে ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং, ডিপ্লোমা ইন কৃষি, ডিপ্লোমা ইন মেরিন, ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল, ডিপ্লোমা ইন ফরেস্ট্রি, ডিপ্লোমা ইন এনিম্যাল হেলথ অ্যান্ড প্রোডাক্টশন টেকনোলজি, ডিপ্লোমা ইন ভোকেশনাল এডুকেশন, ডিপ্লোমা ইন হেলথ টেকনোলজি। দেশে বর্তমানে কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের আওতায় ৪৮টি সরকারী ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং, ১৩টি কৃষি প্রশিক্ষক ইনস্টিটিউট, ৬টি টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট, ১টি মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং, ২টি সার্ভে ইনস্টিটিউট এবং ৪০টি টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট রয়েছে। জনশক্তি ও কর্মসংস্থান ব্যুরোর অধীনে রয়েছে ৩৫টি টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার। কারিগরি শিক্ষা অধিদফতরের অধীনে ৬৪টি টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ রয়েছে। এছাড়া কারিগরি শিক্ষা অধিদফতরের অধীনে দেশে বেসরকারীভাবে ৯৭টি কৃষি ডিপ্লোমা এবং ১২৮টি ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং প্রতিষ্ঠান চালু রয়েছে। সরকারী-বেসরকারী মিলিয়ে ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ৩২ হাজার, ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইলে আড়াই হাজার, ডিপ্লোমা ইন কৃষিতে ১১ হাজার, ডিপ্লোমা ইন ফরেস্ট্রিতে ১৫০, ডিপ্লোমা ইন এনিম্যাল হেলথ অ্যান্ড প্রোডাক্টশন টেকনোলজিতে দুশ' এবং ডিপ্লোমা ইন হেলথ টেকনোলজিতে প্রায় ২ হাজার শিক্ষার্থী লেখাপড়া করছে।

জানা যায়, কারিগরি শিক্ষায় মেধাবীরা না আসায় ডিপ্লোমাতে অকৃতকার্যের হারও বেড়ে গেছে। পাসের বিষয় নিয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যেও নানা আশংকা রয়ে গেছে। একটি পরীক্ষায় তিনবার ফেল করলেও ডিপ্লোমা শিক্ষার্থীরা নিয়মিত থেকে রেফার্ড পরীক্ষার সুযোগ পাচ্ছে। অথচ শিক্ষার্থীরা চায় আরো সুযোগ। কারিগরি শিক্ষাবোর্ড সূত্র জানায়, সরকারী-বেসরকারী দুই ধরনেরই ডিপ্লোমা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা অধিকাংশই অকৃতকার্য হয়। পরীক্ষায় এক বিষয়ে তিনবার ফেল করলেও পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ থাকায় বিষয়টি সহজে বুঝতে পারা যায় না। কারিগরি শিক্ষাবোর্ডের এক কর্মকর্তা বলেন, এতবেশি ফেল করার মধ্য দিয়েই ধারণা নেয়া যায় কারিগরি শিক্ষায় মেধাবীরা আসতে চাচ্ছে না।

জানা যায়, কৃষিতে ডিপ্লোমাধারীদের বিএসসিতে (কৃষি) ভর্তি হতে হলে সাধারণ শিক্ষার্থীদের মতোই তাকে ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিতে হয়। ভর্তি পরীক্ষায় সাধারণ শিক্ষার সিলেবাস থেকে প্রশ্ন করা হয়ে থাকে, যা কারিগরি শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে ভর্তি হতে বড় বাধা। এ ধরনের সমস্যা থেকে কিভাবে দেশের কারিগরি শিক্ষার মান বাড়ানো যায় তা নিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় উদাসীনতার পরিচয় দিচ্ছে বলে শিক্ষার্থীরা জানান।